দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 07 APR 1997 ..
পৃঃ ৭ কলাম ৮

সিরাজগঞ্জে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

সাড়ে ২৬ হাজার লোক নিরক্ষরতামুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সিরাজগঞ্জ।- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে সিরাজগঞ্জ জেলায় ২৬ হাজার ৫শ' নিরক্ষর ব্যক্তি স্বাক্ষরদানের যোগ্যতা অর্জন করেছে। মোট ৫শ' ৫টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এ সফলতা অর্জিত হয়েছে।

এদিকে বর্তমানে আরও ২ হাজার ৭শ' শিক্ষার্থী ৯০টি কেন্দ্রে সাক্ষরতা অর্জনের জন্য লেখাপড়া শিখছে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ছাড়াও সরকারের সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচীর অধীনে এসব কার্যক্রম চালিত হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের জেলা কো-অর্ডিনেটর সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে সরকারীভাবে পরিচালিত ৪০টি বয়স্ক কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ হাজার ৬শ'ঃ মানুষ নিরক্ষরতামুক্ত হয়েছে। এদের বয়স ১৫ থেকে ৪৫ বছর।

একই বছরে বেসরকারী সংস্থা এনডিপি'র তত্ত্বাবধানে রতনকান্দি, বাগবাটি ও ছোনগাছা ইউনিয়নে ৬০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এক হাজার ৮শ' মানুষকে শিক্ষাদান করা হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক কিশোর-কিশোরী শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে বাগবাটি, রতনকান্দি ও ছোনগাছা ইউনিয়নে ৪৫টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ হাজার ৩শ' ৫০টি শিক্ষার্থীর স্বাক্ষরদান কার্যক্রম শেষ হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে উল্লেখিত ৩টি ইউনিয়নে ৬ থেকে ১০ বছরের ১ হাজার ৮শ' শিশুকে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। এজন্য ৬০টি কেন্দ্র খোলা হয়।

১৯৯৫ সালে বেসরকারী সংস্থা অরফিস রতনকান্দি ইউনিয়নে ৩০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৯শ' শিক্ষার্থীর সাক্ষরদান সম্পন্ন করেছে। এছাড়া শিয়ালকোল ইউনিয়নে ৩০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে আরও ১ হাজার ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে।

এদিকে, বেসরকারী সংস্থা এনডিপি বহুলী ইউনিয়নে ৩০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৯শ' নিরক্ষর শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান কার্যক্রম শেষ করেছে।

এছাড়া বেসরকারী সংস্থা জিকেএস ছোনগাছা ইউনিয়নের ৩০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৯শ' ব্যক্তিকে নিরক্ষরতামুক্ত করেছে। একই সংস্থা শিয়ালকোল ইউনিয়নে ১৫টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬শ' ব্যক্তিকে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করেছে।

বেসরকারী সংস্থা মডেল বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় সয়দাবাদ ইউনিয়নে ৩০টি এবং শিয়ালকোল ইউনিয়নে ১৫টি মোট ৪৫টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ হাজার ৫শ' নিরক্ষর ব্যক্তিকে স্বাক্ষরদান অর্জন করিয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক কিশোর-কিশোরী শিক্ষাদান কর্মসূচীর অধীনে বেসরকারী সংস্থা অরফিস রতনকান্দি, বাগবাটি ও মেহড়া ইউনিয়নে ৩০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯শ' জনকে সাক্ষরজ্ঞানদান শেষ করেছে। এনডিপি বহুলী ইউনিয়নে ৩০টি কেন্দ্রে ৯শ' কিশোর-কিশোরীকে সাক্ষরদান করেছে। এ সময়ে বেসরকারী সংস্থা জিকেএস ছোনগাছা ইউনিয়নে ৩০টি কেন্দ্রে ৯শ' কিশোর-কিশোরীকে সাক্ষরজ্ঞানদান করেছে। মডেল বাংলাদেশ সয়দাবাদ ইউনিয়নে ১৫টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪শ' ৫০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে তুলেছে।

উপানুষ্ঠানিক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে বেসরকারী সংস্থা অরফিস রতনকান্দি ইউনিয়নে ১৫টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪শ' ৫০ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে গমনে উপযোগী করে একটি কোর্স শেষ করেছে।

মডেল থানা কর্মসূচীর অধীনে থানা নির্বাহী অফিসারের নিয়ন্ত্রণে শিয়ালকোল ও কালিয়াহরিপুর ইউনিয়নে ৪শ'টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১২ হাজার নিরক্ষর ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করা হয়েছে।

বর্তমানে সরকারীভাবে খোকশাবাড়ি ইউনিয়নে ১৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ৪শ' ৫০ জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। এছাড়া, অরফিস খোকশাবাড়ি, রতনকান্দি ও বাগবাটি ইউনিয়নে ৬০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১ হাজার ৮শ' ব্যক্তিকে সাক্ষরজ্ঞান দেয়া হচ্ছে। এনডিপি'র মাধ্যমে কালিয়া-হরিপুর ইউনিয়নে পরিচালিত ১৫টি কিশোর-কিশোরী শিক্ষাকেন্দ্রে ৪শ' ৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দফতরের সার্বিক সহযোগিতায় ৫টি বেসরকারী সংস্থা উল্লাপাড়া ও শাহজাদপুর থানায় ২শ' ৭০টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে।